মেহেরপুরের বামনপাড়াতে আম ব্যবসায়ীর গোডাউনে আগুন

মেহেরপুর সদর উপজেলা বামনপাড়া গ্রামে অগ্নিকান্ডে আম ব্যবসায়ীর গোডাউন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

সোমবার সকাল ৮ টার সময় আমের ক্যারেট বোঝাই গোডাউন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম ৩০ মিনিট ধরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

আম ব্যবসায়ী মোঃ সুরুজ আলী জানান, অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৩ লক্ষ টাকার ক্ষয় – ক্ষতি হয়েছে। গোডাউনে, স্যালো মেশিন, স্প্রে মেশিন, আমের ক্যারেট ছিলো যা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে

মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা জানান, সকাল ৮ টার সময় গোডাউনের পাশে আর্বজনা ফেলার স্থান থেকে আগুনের সুত্রপাত হতে পারে। এতে মুহুর্তের মধ্যে চারিপাশে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে বলে মনে করে।

গাংনীতে কাথুলী থেকে প্রেমিক-প্রেমিকা আটক

মেহেরপুরের গাংনী কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে মাগুড়ার এক প্রবাসীর বউকে তার প্রেমিকসহ আটক করেছে ঝিনাইদহ পিবিআই ইউনিট।
আজ সোমবার ভোর ৬টার দিকে এ অভিযান চালানো হয়।
ঘটনা সূত্রে জানা যায়, মাগুড়ার এক প্রবাসীর স্ত্রী মোছাঃ লাকী খাতুন কে মিরাজ নামের এক ব্যাক্তি নিয়ে পালিয়ে যায়। এবং তারা পালিয়ে এসে আশ্রয় গ্রহন করেন গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের জিয়ারুল ইসলাম এর বাড়ি।
জিয়ারুল ইসলাম জানান, কিছুদিন আগে আমার কাছে আমার বাসা ভাড়া

নেওয়ার জন্য আসেন এমত অবস্থায় আমি তার পরিবারের পরিবারের সদস্য সংখ্যা জিঙ্গেস করি মিরাজ জানান তিনি আর তার স্ত্রী থাকবেন এবং বাসার মাসের ভাড়া নির্ধারন করে তাদের কে আমার বাসা ভাড়া দিই। স্থানীয়রা জানান, মিরাজ পেশায় একজন রাজ মিস্ত্রী। আর তিনি এখানে এসে মিস্ত্রিকাজ করে বেড়ান। মিস্ত্রি কাজ করে বাসা ভাড়া দিয়ে থেকে কি ভাবে চলবেন নিজ বাসায় থাকায় তো ভালো স্থানীয়রা এ কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান বাসায় পারিবারিক সমস্যা নিয়ে ঝগড়া করে আমরা এসেছি কয়েকমাস পর আমাদের সমস্যা সমাধান হলেই চলে যাবো বলে জানান মিরাজ।
পিবিআই ইউনিটের এস আই হুমায়ুন কবির জানান, মোছাঃ লাকী খাতুন মাগুড়ার বাসিন্দা এক প্রবাসীর স্ত্রী। লাকী খাতুন কে বের করে নিয়ে আসার অভিযোগে ঝিনাইদহ পিবিআই ইউনিটে নারী ও শিশু নির্যান মামলা করেন তার স্বামী। যার কেস নাম্বার ৩৯/২০। পরে মামলার তদন্আতে বেরিয়ে আসে আসামি পালিয়ে এখানে আশ্রয় গ্রহন করেছেন। গাংনী ধলা এস আই জাহিদ কে সাথে নিয়ে বাড়ি আটক করি। প্রবাসির বউ সহ প্রেমিককে গ্রেপ্তার করি।

ঈদের কেনাকাটা করতে গেছেন ২৩ করোনা আক্রান্ত, এলাকাজুড়ে আতঙ্ক

যতই দিন যাচ্ছে দেশের করোনা পরিস্থিতি ততই খারাপ হচ্ছে। ইতোমধ্যে সারাদেশে ২২ হাজার ২৬৮ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৩২৮ জন। আর এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪ হাজার ৩৭৩ জন।

ইতোমধ্যে দেশের সব জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের সংক্রমণ।

এদিকে, এতদিন সাতক্ষীরা জেলায় করোনাভাইরাস সংক্রমণ ভালোভাবে প্রতিরোধ করেছিল স্থানীয় প্রশাসন। কিন্তু রবিবার হঠাৎ পাল্টে যায় সেখানকার করোনা পরিস্থিতির চিত্র। একসঙ্গে ২৪ জনের করোনা

বিকালে হাতে পাওয়া রিপোর্টে ২৪ জনের করোনা পজিটিভ এসেছে। এর মধ্যে দেবহাটা উপজেলার ২৩ জন। আর আশাশুনি উপজেলার একজন। দেবহাটা উপজেলার সবাই ইটভাটা শ্রমিক। তারা প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন। সেখানে ২৪ জন ইটভাটা শ্রমিক ছিলেন। প্রথমে একজনের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ ধরা পড়ে। এরপর বাকিদের নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়।

তিনি বলেন, কোয়ারেন্টাইনে একত্রে থেকে একজন থেকে বাকি ২৩ জনের শরীরেও ছড়িয়ে পড়েছে করোনা। হাঠাৎ সাতক্ষীরার করোনা পরিস্থিতির চিত্র এলোমেলো হয়ে গেছে। তাদের সংস্পর্শে কারা এসেছিলেন তাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। প্রয়োজনে দেবহাটা উপজেলা লকডাউন করা হবে।

এদিকে, রবিবার বিকাল পর্যন্ত সাতক্ষীরায় করোনা শনাক্ত ছিল তিনজন। যশোরের শনাক্ত হওয়া এক স্বাস্থ্যকর্মী ছিলেন সাতক্ষীরায়। এছাড়া ঢাকা থেকে পালিয়ে এসেছেন একজন আক্রান্ত নারী। সব মিলিয়ে এখন সাতক্ষীরায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৯ জন। সুস্থ হওয়া ব্যক্তি যশোরের ওই স্বাস্থ্যকর্মী। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

মেহেরপুরে দু-জনের করোনা জয়ের গল্প

জাহাঙ্গীর হোসেন নিজের বাড়ি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গাতে হলেও বসবাস করেতন মুজিবনগর উপজেলার বল্লবপুর গ্রামে। তিনি পেশায় একজন ব্রাককর্মী। গত ২২ এপ্রিল মেহেরপুরের প্রথম করোনা পজিটিভ হিসেবে তাকে সনাক্ত করা হয়। মাত্র ১৪ দিনেই মারাত্মক করোনা ভাইরাসকে প্রতিহত করে এখন তিনি পুরোপুরি সুস্থ।

গত ৮ মে মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ জাহাঙ্গীর হোসেনের নমুনা পাঠাই পরীক্ষার জন্য। সে পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য পুনরায় নমুনা পাঠানো হলে সে রিপোর্টও নেগেটিভ আসে। পরপর দুইবার তার রিপোর্ট নেগেটিভ হওয়ায় মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ জাহাঙ্গীরকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সুস্থ ঘোষনা করে।

নিয়মিত খোজ খবর রাখছি। সকল সুযোগ সুবিধা তাদের দেওয়া হচ্ছে। সেই সাথে যারা সুস্থ েহেয়ছন তাদের স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলাচল করার জন্য বলা েহেয়ছ। আমরা তাদের আনুষ্ঠানিক ভাবে সুস্থতার ছাড়পত্র দিয়েছি।

কুষ্টিয়ায় অন্তঃস্বত্তা গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার, ধর্ষক আটক

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সুমি (১৯) (ছদ্মনাম) নামের এক মাসের অন্তঃস্বত্তা এক গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

ধর্ষক কাবিল (২২) কে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাটি গত শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২ টায় উপজেলার সাদিপুর ইউনিয়নের উত্তর সাদিপুর গ্রামে ঘটেছে। ধর্ষক একই গ্রামের শাহিন উদ্দিনের ছেলে।

ধর্ষিতার স্বামী সোহেল মুল্লিকের সহযোগিতায় এ ঘটনা ঘটার অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে ধর্ষিতার বাবা বাদি হয়ে একটি মামলা দায়ের করেছে। মামলা নং ১১, তাং-১৫/০৫/২০২০।

পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২ টায় ধর্ষক কাবিল গৃহবধূর ঘরে প্রবেশ করে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। তবে স্বামী সোহেলের সহযোগিতায় ঘরে প্রবেশ করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মজিবুর রহমান জানান, “এক মাসের অন্তঃস্বত্তা এক গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার হয়েছে এবং ধর্ষককে আটক করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।”

শিলাইদহের বকুলতলার শিল্পীদের পাশে দাঁড়ালেন যুবলীগ নেতা জিয়াউল ইসলাম স্বপন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত কুমারখালীর শিলাইদহের কুঠিবাড়ির পুকুরপাড়ের বকুলতলায় বসে প্রায় দেড়যুগ ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে আসা শিল্পীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন কুষ্টিয়া জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও কয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউল ইসলাম স্বপন।

গতকাল রবিবার বিকেলে কয়া ইউনিয়ন পরিষদের অস্থায়ী কার্যালয়ে এসব শিল্পীদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ সাহয়তা তুলে দেন কুষ্টিয়া জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল ইসলাম স্বপন।

তিনি বলেন, “করোনা ভাইরাস সংক্রমনে প্রায় দুই মাস কর্মহীন হয়ে পড়া কুঠিবাড়ির বকুলতলার এসব শিল্পীরা খাদ্য সংকটে ভুগছিলো। বিষয়টি আমি জানতে পেরে তাদের ডেকে খাদ্যসামগ্রী ও নগদ অর্থ সহায়তা বিতরণ করেছি।”

বাউল ওলিদুল ইসলাম বলেন, ‘দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের সাথে আমার বাবা বাউল আতিয়ার রহমান তার দরাজ কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত অন্যরকম এক অনুভূতি জাগায়। আমি ছোটবেলায় থেকেই বাবার সাথে এই বকুলতলায় আসতাম। গান শুনতাম। আর ভাবতাম আমিও যদি বাবার মতো করে সুন্দর গলায় গাইতে পারতাম। বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ার পর আমিই এই দলের হাল ধরেছি। বাবার সাথে রবীন্দ্রসঙ্গীত, লালন গীতি ও মানিকগঞ্জের দেওয়ান রশিদ বাউলের গান গেয়ে আয়ত্ব করেছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘এখানে গান গেয়েই আমরা ৫-৬ জন সংসার চালাতাম। কিন্তুু দেড়মাস হলো করোনা দুর্যোগে সবকিছু বন্ধ থাকায় আমরা অনেক কষ্টের মধ্যে আছি। সম্প্রতি কুমারখালী উপজেলা প্রশাসনের কাছ থেকে একবার খাদ্যসহায়তা এবং আজকে যুবলীগের সাধারণ সম্পাদকের কাছে থেকে আমাদের খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ সহায়তা পেয়েছি।’

কুষ্টিয়ায় বাউল সম্রাট লালন সাঁইজীর মাজারে সিন্দুক ভেঙে টাকা চুরি

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় মরমী সাধক বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের মাজারের তিনটি সিন্দুক ভেঙে চুরির ঘটনা ঘটেছে।

ধারণামতে গত ১৪ তারিখ রাতে ঝড়ের সময় বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ থাকা অবস্থায় মাজারের ছাদের কারনিশ দিয়ে প্রবেশের মাধ্যমে এই চুরির ঘটনা ঘটে। এঘটনায় মাজারের দায়িত্বরত খাদেম আজ সকালে মাজারের মূল দরজা খুললে তিনটি সিন্দুক ও সিসি ক্যামেরা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পায়।

লালন শাহ’র মাজারের মত দর্শনীয় স্থানে চুরির ঘটনায় মাজারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। মাজারের খাদেম রিপন জানান, সকালে লালন মাজারের দরজা খুলে সিন্দুকগুলোর তালা ভাঙা দেখতে পান তিনি। তিনটি সিন্দুকেরই তালা ভাঙ্গা। যেখান থেকে সব টাকা চুরি হয়ে গেছে। লালন মাজারের ভেতরে বাউল সম্রাটের সমাধীঘেঁষে দানবাক্স হিসেবে ওই সিন্দুকগুলো রাখা আছে।

এবিষয়ে স্থানীয়রা বলেন, নাইট গার্ড, খাদেম ও এতো সিসি ক্যামেরাযুক্ত স্থানে অভ্যন্তরীন কেউ জড়িত না থাকলে কিভাবে এমন চুরির ঘটনা ঘটতে পারে তা আমাদের বোধগম্য নয়! তাই অধিকতর তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

তাৎক্ষনিক খবর পেয়ে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক ও লালন একাডেমির সভাপতি আসলাম হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এ সময় তিনি বলেন, লালন সাইজীর মাজার শুধু কুষ্টিয়ার নয় সারা বিশ্বের কাছে দর্শনীয় স্থান। এখানে এধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা কাম্য নয়। লালন মাজারে সার্বক্ষনিক পর্যাপ্ত সিসি ক্যামেরা চালু রয়েছে। সিসি টিভির ফুটেজ দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় আমরা তদন্তের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকসহ র্যাব ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে দর্শনার্থীরা এখানে টাকা দান করেন।
তবে এতে কি পরিমান টাকা ছিল তা কেউ জানে না। প্রতিবছর লালন স্বরণোৎসবের আগে এটি খোলা হয়। তারপর আবার জেলা প্রশাসন থেকে এটি সিলগালা করে দেওয়া হয়। চুরির বিষয়ে লালন ভক্তরা ক্ষোভ প্রকাশ করে দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবী করেছেন।

দৌলতপুরে মৃত ব্যক্তির নামে খাদ্য কর্মসূচির চাল উত্তোলন

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ৫নং রামকৃঞ্চপুর ইউনিয়নের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ১৯৩ জন ভোক্তার সংখ্যা আছে। সেই তালিকায় থাকা এক মৃত ব্যক্তির নামে দেড় বছর চাল উত্তোলনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ প্রেক্ষিতে গত ৩ মে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের স্বাক্ষরিত এক আদেশে ৫নং রামকৃঞ্চপুর ইউনিয়নে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকা যাচাই-বাছাই করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং উপজেলা খাদ্যগুদামের সাব ইন্সপেক্টরকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শারমিন আক্তার জানান, তদন্ত প্রতিবেদন জমা হয়েছে কিনা এই মুহুর্তে বলতে পারছিনা। যদি তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায় তবে, উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

জানা যায়, ২০১৬ সালে সারা দেশের ন্যায় দৌলতপুর উপজেলার ৫নং রামকৃঞ্চপুর ইউনিয়নেও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যদের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এবং উক্ত তালিকা অনুযায়ী বছরে ৫ বার ১০ টাকা কেজি দরে ৩০ কেজি করে চাল ১৯৩ জন পরিবারের মধ্যে দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, গত পাঁচ বছরের মধ্যে অনেকেই আছে এ পর্যন্ত এক থেকে দুইবার চাল উত্তোলন করেছেন।

এমনকি ক্রমিক নম্বর ২০ নবীর উদ্দিন, পিতা মৃত দানেশ দফাদার দেড় বছর পূর্বে মৃত্যু বরন করেছেন। কিন্তু তার নামের চাল গত ১৬ এপ্রিল উত্তোলন করা হয়েছে। আরও জানা যায়, ক্রমিক নম্বর ৫৫ সোলাইমান মন্ডল, পিতা ইউনুস আলী নিজে এ পর্যন্ত মাত্র দুইবার চাল উত্তোলন করেছেন। কিন্তু প্রতিবার চাল উত্তোলন করা সিটে তার চাল উত্তোলন দেখানো হয়েছে।

এছাড়াও ৬৮ ক্রমিকের টগরজান, স্বামী রবিউল ইসলাম এবং ৭০ ক্রমিকের রবিউল ইসলাম, পিতা ফজলুর রহমান উভয়ে স্বামী স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাদের নাম একই তালিকায় পাওয়া গেছে। ক্রমিক নম্বর ১৮ সাজেদা খাতুন, স্বামী তুজাম, ক্রমিক নম্বর ৩০ টগরজান খাতুন, স্বামী আনারুল, ক্রমিক নম্বর ৪৪ হামেদ শেখ, পিতা করিম শেখ, ক্রমিক নম্বর ৫৬ ইস্তাহার আলী, পিতা আরজান সর্দার এই চারজনের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও তাদের নামে ভিজিডি কার্ড আছে বলে তদন্তে সত্যতা পাওয়া গেছে।

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার মো. মাসুদুর বলেন, কেউ মৃত্যু বরণ করলে কিংবা অন্য কোন তালিকায় একই ব্যক্তির নাম থাকলে সেটা দেখার দায়িত্ব ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের। আমার দায়িত্ব শুধুমাত্র সরকারি চাল ডিও করে এনে কার্ডধারীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া।

কুষ্টিয়ায় ফ্রীজের ঠান্ডা পানি খেয়ে ছাত্রীর মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় ফ্রীজের ঠান্ডা পানি খেয়ে মেহজাবীন ইসলাম চৌধুরী তাসমী (১৬) নামে এক ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

তাসমী চৌধুরী চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার মুন্সিগঞ্জ জেহালা গ্রামের মতিউল ইসলাম চৌধুরী টনিকের মেয়ে। এবং কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন স্কুল এণ্ড কলেজের একাদশ মানবিক শাখার শিক্ষার্থী।

সে কুষ্টিয়ার মিরপুর পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ড খন্দকবাড়ীয়া মহল্লায় পিতা-মাতার সাথে ভাড়া বাড়ীতে বসবাস করতো। খন্দকবাড়ীয়া তাসমী

চৌধুরীর পিতার নানা বাড়ী।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, সারাদিন রোজা রেখে ইফতারীর পর (১৬ মে) রাত আনুমানিক ৯ টার দিকে ফ্রীজের ঠাণ্ডা পানি খাবার পর তার দীর্ঘদিনের শ্বাস কষ্ট বেড়ে যায়। স্বজনরা তাঁকে দ্রুত মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

কুষ্টিয়ায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিশেষ মতবিনিময় সভা অুনষ্ঠিত

কুষ্টিয়ায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিশেষ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকালে কুষ্টিয়া পৌর অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেন।

এসময় তিনি বলেন, দেশের এই ক্লান্তিলগ্নে করোনা মোকাবেলার পাশাপাশি ডেঙ্গু প্রতিরোধে কাজ করতে হবে। ভারতীয় এক প্রতিবেদনে দেখা যায় আমাদের দেশে করোনার রোগের পাশাপাশি ডেঙ্গু রোগের আক্রান্ত হচ্ছে। ডেঙ্গু দমনের জন্য এখনি স্ব স্ব অবস্থান থেকে কাজ করার আহবান জানান। তিনি বলেন, গত বছরের ডেঙ্গু প্রতিরোধে কুষ্টিয়া পৌরসভার যেভাবে পরিকল্পনা মাপিক কার্যক্রম পরিচালিত করছিলো আশা করি এবারো তা অব্যাহত থাকবে।

একই সাথে স্বস্ব ওয়ার্ডে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে তাদেরকে নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কাজ করাসহ যদি নিজ আঙ্গিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় সকলকে নিজ নিজ জায়গা থেকে এগিয়ে আসার আহবান জানান তিনি।

কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, কুষ্টিয়ার উপ-পরিচালক মৃনাল কান্তি দে, কুষ্টিয়া পৌরসভার প্যানেল অব মেয়র-০১

মতিয়ার রহমান মজনু, প্যানেল অব মেয়র-০২ সাইফ-উল-হক মুরাদ, কাউন্সিলর আনিছ কোরাইশী।

বিশেষ অতিথির বক্তবে মৃনাল কান্তি দে বলেন, বৈশিষ এই করোনা মহামরী আমরা এর আগে দেখিনি। করোনা যুদ্ধে স্ব স্ব অবস্থান থেকে আমরা জনগনের সেবা করে যাচ্ছি । ডেঙ্গু প্রতিরোধে আমরা প্রত্যেকে দায়িক্ত ও কর্তব্যে প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে কাজ করলে সমস্যা হবে না। গত বছরের ন্যায় কুষ্টিয়া পৌরসভা এবছরও ডেঙ্গু প্রতিরোধে দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি ডেঙ্গু প্রতিরোধে তাদের কার্যক্রম পরিচালিত করবে বলে আমি আশা করি। এবিষয়ে কুষ্টিয়া পৌরসভাকে সহযোগিতার করা হবে।

সভাপতির বক্তব্যে মেয়র আনোয়ার আলী বলেন, বৈশ্বিক মহামারীতে বিশ্বে উন্নত দেশগুলোতে করোনা মোকাবেলায় হিমশিম খাচ্ছে। আমাদের দেশেও প্রতিদিন করোনা রুগী বেড়েই চলেছে। এর মধ্যে ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে না পারে সেজন্য ১ লা জানুয়ারী থেকে আমারা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করি। এর মধ্যে ৮টি ফগার মেশিন দিয়ে পর্যায় ক্রমে ২১ টি ওয়ার্ডে কীট ছেটানো হচ্ছে। এছাড়াও অতিরিক্ত লোকবল নিয়োগ করে ২১ টি স্প্রে মেশিন দিয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলদের সহযোগিতায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই কার্যক্রমে সহযোগিতা করার জন্য কুষ্টিয়ার বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ ডাঃ একেএম মুনিরকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি এবিষয়ে পৌরবাসীর সার্বিক সহযোগীতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী রবিউল ইসলাম।

পরে ফগার ও স্প্রে মেশিন দিয়ে মশক নিধন অভিযান উদ্বোধন করেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন।